দর্শনা কেরুজ চত্বরে যৌথ চিরুনি অভিযানে ৪টি বোমা উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গার অন্যতম বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান কেরু অ্যান্ড কোম্পানি-তে একের পর এক বোমা উদ্ধারের ঘটনায় প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নির্দেশে প্রশাসনের যৌথ চিরুনি অভিযান পরিচালিত হয়েছে।

রবিবার দুপুর ১২:৩০ মিনিটে, দামুড়হুদা ও জীবননগর উপজেলার সার্কেল এএসপি জাকিয়া সুলতানার নেতৃত্বে কেরু এলাকার ১৩৮ একরজুড়ে তল্লাশি শুরু করা হয়।

অভিযানে অংশ নেন চুয়াডাঙ্গা ডিআইওয়ান মোঃ শফিকুর রহমান খান, জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের ওসি মশিউর রহমান, ৫৫ পদাতিক ডিএডি হুমায়ুন আহমেদ (সেনাবাহিনী), কেরুজ আনসার ব্যাটালিয়নের সদস্যরা।

অভিযান চলাকালে বেলা ২টার দিকে দর্শনা কেরুজ ক্যাথলিক গির্জার পাশে একটি ব্যাগের মধ্যে লাল কসটেপ মোড়ানো ৪টি শক্তিশালী বোমা পাওয়া যায়।

কেরুজ সিকিউরিটি অফিসার মোজাহিদুল ইসলাম জানান, সেনাবাহিনী, র্যাব, পুলিশ, কেরুজ সিকিউরিটি গার্ড ও ডিবি পুলিশ সকাল থেকেই যৌথভাবে তল্লাশি চালাচ্ছিল। এ সময় জয়নাল আবেদীন নফর সংগঠনের অফিসের পেছনে একটি পলিথিনের ব্যাগে বোমাগুলো দেখতে পান।

সঙ্গে সঙ্গে পুরো এলাকা ফিতা দিয়ে ঘিরে ফেলা হয় এবং সেনাবাহিনী, র্যাব, পুলিশ ও ডিবি বাহিনী বোমার চারপাশ পাহারা দিতে থাকে।

দর্শনা থানার ওসি শহীদ তিতুমীর জানিয়েছেন, রাজশাহী বোমা ডিসপোজাল টিমকে খবর দেওয়া হয়েছে। টিম আসার আগ পর্যন্ত সেনাবাহিনী, পুলিশ ও কেরুজ সিকিউরিটি বাহিনী পুরো এলাকা পাহারায় থাকবে।

এর আগে, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ কেরুজ ক্লাবের পাশে একটি শক্তিশালী বোমা উদ্ধার করে রাত ৮:৩২ মিনিটে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়।

১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ কেরুজ ক্লাবের সামনে পুকুরে কালো টেপ মোড়ানো বোমা পাওয়া যায়। র্যাব-৫ এর বোমা ডিসপোজাল টিম এসে রাত ৮:২৪ মিনিটে বিস্ফোরণ ঘটায়।

৯ অক্টোবর ২০২৪ দর্শনা বাসস্ট্যান্ডের এনজিও অফিস ডাকাতির সময় একটি বোমা ফেলে যায় ডাকাত দল। সেটিও কেরুজ ক্লাব মাঠে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়।

চার মাসে কয়েক দফা সিরিজ বোমা উদ্ধার ও বিস্ফোরণের ঘটনায় কেরু এলাকার কর্মকর্তা-কর্মচারী ও স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার ওসি শহীদ তিতুমীর জানান, বোমাগুলো কারা রেখে যাচ্ছে, কেন রাখা হচ্ছে তা নিয়ে তদন্ত চলছে। রাজশাহী বোমা ডিসপোজাল টিম এসে নতুন উদ্ধার হওয়া বোমাগুলোর বিস্ফোরণ ঘটাবে।

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় কেরুজ ক্লাবের পাশে বোমা বিস্ফোরণ

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় কেরুজ ক্লাবের পাশে ভোররাতে বিকট শব্দে বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে সংঘবদ্ধ দুর্বৃত্তরা। এতে আতঙ্কে ঘুম ভাঙে এলাকাবাসীর। এছাড়া, ঘটনাস্থলে আরও একটি বোমা সাদৃশ্য বস্তু পাওয়া গেছে, যা নিষ্ক্রিয় করার প্রক্রিয়া চলছে।

স্থানীয়রা জানান, বৃহস্পতিবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) ভোরে কেরুজ জেনারেল অফিসের অদূরে ক্লাবের পাশে একদল দুর্বৃত্ত লাল টেপ দিয়ে মোড়ানো বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। বিকট শব্দ শুনে এলাকাবাসী আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং শব্দের উৎস জানতে পরিচিতজনদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সকালে স্থানীয়রা কেরুজ ক্লাবের পাশে একটি ঝোপের মধ্যে লাল কসটেপে মোড়ানো আরেকটি বোমা সাদৃশ্য বস্তু পড়ে থাকতে দেখেন।

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান দামুড়হুদা সার্কেলের এএসপি জাকিয়া সুলতানা এবং দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শহীদ তিতুমীর। পরবর্তীতে চুয়াডাঙ্গা ৫৫ পদাতিক ডিভিশনের হুমায়ন আহমেদের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে।

এএসপি জাকিয়া সুলতানা বলেন, “আমি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। সেখানে লাল কসটেপ মোড়ানো একটি বোমা সাদৃশ্য বস্তু পড়ে থাকতে দেখা গেছে। তবে এটি সত্যিকারের বোমা কিনা, তা পরীক্ষা করে নিশ্চিত হওয়া যাবে। রাজশাহীর বোম্ব ডিসপোজাল টিমকে খবর দেওয়া হয়েছে।”

দর্শনা থানার ওসি শহীদ তিতুমীর বলেন, “ঘটনার খবর পেয়ে আমরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে কেরুজ ক্লাব এলাকা লাল ফিতা দিয়ে ঘিরে রেখেছি এবং পুলিশ সদস্যদের মোতায়েন করা হয়েছে। বোমাটি নিষ্ক্রিয় করার জন্য রাজশাহী র্যাবকে খবর দেওয়া হয়েছে, তারা এসে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।”

এ বিষয়ে কেরু অ্যান্ড কোম্পানির প্রশাসনিক কর্মকর্তা এডিএম গালিব হাসানের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

কেরু অ্যান্ড কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান বলেন, “কেরুজ ক্লাবের পাশে লাল কসটেপ দিয়ে মোড়ানো একটি বোমা সাদৃশ্য বস্তু পাওয়া গেছে। তবে এটি সত্যিকারের বোমা কিনা, তা বোম্ব ডিসপোজাল টিম পরীক্ষা করে নিশ্চিত করবে।”

ঘটনাটি নিয়ে কেরুজ চিনিকলের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যেও আতঙ্ক বিরাজ করছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

দর্শনায় আট কেজি গাঁজা ও

ফেনসিডিলসহ গ্রেফতার এক

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানা পুলিশ মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে ৮ কেজি গাঁজা ও ৬ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিলসহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির নাম টিপু সুলতান (৪৬)। তিনি চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়নের রাঙ্গিয়ারপোতা নতুন পাড়ার বাসিন্দা, আফাজ মন্ডলের ছেলে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গতকাল মঙ্গলবার রাত ৯টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ শহীদ তিতুমীরের নেতৃত্বে রাঙ্গিয়ারপোতা নতুন পাড়ার খেদের মন্ডলের চায়ের দোকানের সামনে পাকা রাস্তার ওপর অভিযান চালানো হয়। এসআই মাসুদুর রহমান গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযানে অংশ নেন।

অভিযানকালে টিপু সুলতানকে গ্রেফতার করা হয় এবং তার কাছে থাকা একটি বস্তা তল্লাশি করে প্রত্যেকটি ১ কেজি ওজনের ৮টি প্যাকেট গাঁজা ও ৬ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়।

এ ঘটনায় এসআই মাসুদুর রহমান বাদী হয়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করেছেন এবং গ্রেফতারকৃত টিপু সুলতানকে চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে পাঠানো হয়েছে।

দর্শনা থানার ওসি শহীদ তিতুমীর বলেন, “মাদকের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে। মাদক ব্যবসায়ীদের কোনোভাবেই ছাড় দেওয়া হবে না।”

দর্শনায় সড়ক দুর্ঘটনায় যুবদল নেতা নিহত

দামুড়হুদা কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন যুবদল নেতা রাশেদুজ্জামান হিরো (৩৫) মোটরসাইকেল দূর্ঘটনায় আহত অবস্থায় আজ বুধবার (১২ ফেব্রুয়ারী) সকাল ৮ টার সময় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন

অবস্থায় মারা যান।

গত সোমবার রাত ৯ টার দিকে দর্শনা-মজিবনগর সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পরিবারসূত্রে জানা যায়, দামুড়হুদা উপজেলার কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের কুড়ুলগাছি আনন্দবাজার পাড়ার আসাদুল হকের ছেলে।

তিনি গত সোমবার রাত ৯ টার দিকে দর্শনা থেকে কুড়ুলগাছি নিজ বাড়িতে আসার পথে চন্ডিপুর গ্রামের স্কুলের নিকট মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিদ্যুতের পোলের সাথে ধাক্কা মারে। এসময় তিনি পিচ রাস্তার ওপর ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন।

এসময় স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করে তাকে গ্রামের ডাক্তারের নিকট প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে বাড়ি নিয়ে যায়। পরের দিন সকালে শরীরের অবস্থার অবনতি হলে পরিবারের লোকজন তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ বুধবার সকালে তিনি মারা যান।

দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো: শহীদ তিতুমীর ঘটনা সম্পর্কে বলেন, রাজশাহী থানা আমার কাছে জানতে চেয়েছিল তিনি সড়ক দূর্ঘটনায় আহত হয়েছিলেন কিনা। আমি জানিয়ে দিয়েছি।

দর্শনা মাধ্যামিক বালিকা বিদ্যালয়ে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই শ্লোগানকে ধারণ করে দর্শনা মাধ্যামিক বালিকা বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরুস্কার বিতরণ করা হয়েছে।

সোমবার বিকাল ৩ টায় স্কুল চত্তরে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এ কে এম হুমায়ন কবির এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পুরুস্কার বিতরণ

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন , দামুড়হুদা উপজেলা নিবার্হী অফিসার মোছাঃ মমতাজ মহল।

তিনি তার বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন , প্রতিটি স্কুলের ছেলে মেয়েদের মানুষিক শক্তি বৃদ্ধি ও শরীর মন দুটোই ভাল রাখতে খেলাধুলার বিকল্প নেই। লেখাপড়ার পাশপাশি মোবাইল নয় খেলাধুলা করে নিজেকে সুস্থ্য রাখতে জীবন সু সংগঠিত রাখতে সহায়ক হবে। তাই আমি ছেলে মেয়ে ও শিক্ষকদের বলবো লেখাপড়ার পাশপাশি বেশি বেশি খেলাধুলার চচার্ রাখতে হবে।

অনুষ্ঠানে বিশিষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন , উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার বজলুর রশিদ , উপজেলা একাডিমিক শিক্ষা অফিসার রাফেজুল ইসলাম , দর্শনা দক্ষিন চাঁদপুর মাধ্যামিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক লিয়াকত আলী , দর্শনা বালিকা বিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞানের শিক্ষক নাহারুল ইসলাম মাষ্টার , হাফিজুর রহমান প্রমুখ।

দর্শনার সাড়াবাড়িয়ায় নারী সমাবেশ অনুষ্ঠিত

দর্শনা পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের সড়াবাড়িয়া সরকরী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নারী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার সকাল সাড়ে ১১টায় চুয়াডাঙ্গা জেলা তথ্য অফিসের আয়োজনে গণ - যোগাযোগ অধিদপ্তর ও সম্প্রচার মন্ত্রালয়ের বাস্তবায়নে এ নারী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

তারুণ্য নির্ভিক উন্নত সমৃদ্ধি বৈষম্যহীন ও জবাবদিহিতা বাংলাদেশ গড়ে তুলতে এবং বিভিন্ন সামাজিক ইস্যুতে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করণের লক্ষে এ নারী সমাবেশের আয়োজন করা হয়। এ সমাবেশে সড়াবাড়িয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র /ছাত্রীদের প্রায় শতাধিক মায়েরা উপস্থিত ছিলেন।

নারী সমাবেশে চুয়াডাঙ্গা জেলা তথ্য কর্মকতার্ শিল্পী মন্ডল

সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কে এম তাসফিকুর রহমান দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভুমি)।

তিনি তার বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, শিশুদের যে ভাবে তার পরিবার ছোট থেকে গড়ে তুলবে সেভাবেই সে গড়ে উঠবে। প্রতিটি পরিবার একটি হাই কমান্ড মা-বাবা তাদের যে ভাবে লালন পালন করবে সে সেই ভাবেই প্রতিষ্ঠিত হবে। ছোট ছোট কমলমতি শিশুদের হাতে মোবাইল ফোন তুলে দেবেন না। এতে করে তারা মোবাইল আশক্ত হয়ে পড়বে। ফলে শিশুদের ব্রেন প্রসারিত হতে পারবে না। চোখের সমস্যা হবে। এ বিষয় মায়েদের সর্তক হতে হবে। এছাড়া শিশুরা যাতে মাদক যুক্ত হতে না পারে সে দিকে লক্ষ রাখতে হবে। এছাড়া তথ্য অধিকার, ইভটিজিং, বাল্য বিবাহ, মাদক ও পরিবেশ সংরক্ষণে প্রতিটি মা ও বাবাকে তার সন্তানের প্রতি সর্তক ও খেয়াল রাখতে হবে। ছেলে -মেয়ে যাতে বিপথে না যেতে পারে।

এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আবু হাসান, সহকারী শিক্ষা অফিসার নুর ইসলাম ও সড়াবাড়িয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মনিরা খানম। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন, জেলা উচ্চমান সহকারী অফিসের আব্দুর রাজ্জাক।

দর্শনায় গাঁজা ও নিয়মিত মামলার আসামীসহ গ্রেফতার-৬

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানা পুলিশ বিশেষ অভিযান চালিয়ে ১ কেজি গাঁজাসহ ও নিয়মিত মামলার আসামীসহ ৬ জনকে গ্রেফতার করেছে দর্শনা থানা পুলিশ।

সোমবার (১০ ফেব্রয়ারী) গভীর রাতে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ শহীদ তিতুমীরের নেতৃত্বে, দর্শনা থানার এস আই মাসুদুর রহমান আসামিদের নিজ নিজ বাড়ি অভিযান চালিয়ে নিয়মিত মামলার ৫ আসামীকে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃত আসামী হলো দর্শনা থানার বেগমপুর ইউনিয়নের কৃষ্ণপুর

বোয়ালিয়া গ্রামের মৃত্যু জাফর আলীর ছেলে সালাউদ্দিন (৩৩), নবগঠিত নেহালপুর ইউনিয়নের কুন্দিপুর গ্রামের সৈয়দ আলীর ছেলে জামাল উদ্দিন (৫৫) একই ইউনিয়নের রমজান মন্ডলের ছেলে মফিজুল ইসলাম
(৪৬) ও দর্শনা পৌরসভার কলেজ পাড়ার মহিদুল ইসলামের ছেলে জি আর মামলার আসামী রনি (২৯) ও দর্শনা শান্তি পাড়ার মৃত্য ওয়াসিমের ছেলে, সজল ওরফে সুজনকে (২২) গ্রেফতার করে।

অপরদিকে সোমবার দুপুর সাড়ে ১২ টার দিকে দর্শনা থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে দর্শনা পুরাতন বাজার টু পরানপুরগামী মেসার্স হাবলু ট্রেডার্স নামক মুদি দোকানের সামনে পাঁকা রাস্তার উপর তার ব্যবহারিত পাখিভ্যান তল্লাশি করে ১ কেজি গাঁজাসহ সুমনকে
(৪২) গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃত সুমন দর্শনা থানার কুড়ালগাছি ইউনিয়নের চন্ডিপুর গ্রামের আবুল বাশারের ছেলে। গতকালই তাদের ৬ জনকে গ্রেফতার পূর্বক চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

দর্শনা ভোরের সাথীর বিদায় উপলক্ষে একটি ছোট্ট কর্মসুচি পালিত

দর্শনা ভোরের সাথীর বিদায় উপলক্ষে একটি ছোট্র কর্মসুচি গ্রহন করা হয়। দর্শনা পৌর সভার নাইট গার্ড জয়নগর গ্রামের আলী হোসেন অবসরে চলে গেছে। ফলে সকালে আমাদের মাঝে তাকে পাওয়া যাবে না।

আলী হোসেনের সম্মানে গতকাল সকাল ৮টায় দর্শনা কলেজ মঞ্চে খেচুরী মাংশ খাওয়া-দাওয়া ও বিদায় অনুষ্ঠান করা হয়। এভাবে আলী হোসেন ভোরে আমাদের সাথে পাওয়া সম্ভব নয়। ফলে তাকে বিদায় জানাতে হলো। আমরা ভোরের সাথীরা মানষিক ভাবে আনন্দে ও সুস্থ্য থাকতে সকালে হাটাহাটি করে থাকি। দর্শনা ভোরের সাথী এমন একটি সংগঠন যেখানে অরাজনৈতিক, দল, ধর্ম,বণর্, মত ও পথের মানুষের অংশ গ্রহন রয়েছে। কলেজ চত্বরে হাটাহাটির পাশপাশি চলে নানা আড্ডা।

ফলে সারা দিনটিই কাটে ঝর-ঝরে ও আনন্দের মধ্যে। এ অনুষ্ঠানে ভোরের সাথীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যন আব্দুল কাদের, সাবেক মেয়র আতিয়ার রহমান হাবু, বড়-সলুয়া ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ আব্দুস সাত্তার, দর্শনা সরকারী কলেজের সাবেক ভিপি হারুন অর রশিদ, ঠিকাদার নাজমুল হুদা, দর্শনা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি আওয়াল হোসেন, দক্ষিন চাঁদপুর

মাধ্যামিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক লিয়াকত আলী, সাবেক ব্যংকার বীর মুক্তিযোদ্ধা আনেয়ার হোসেন, সাবেক পুলিশ কর্মকতার্ খালিদ হাসান, সাবেক সেনা আব্দুল মালেক, স্বর্ণ ব্যবসায়ী শৈলেন কুমার শান্তারা, দর্শনা প্রেসক্লাবের অর্থ সম্পাদক মাসুম বিল্লাহ, দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয়ক লুৎফর রহমান, ছাত্র সবুজ ও রাজু।

এছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন, ব্যবসায়ী সাজ্জাদ হোসেন, আব্দুল মজিদ, এসকে আলম, আলউদ্দিন ও ডিটু।

১৬ বছর পর পিলখানা মামলার আসামি তৌহিদ ও শাকিল ফিরলেন বাড়ি

আলোচিত পিলখানা হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় দীর্ঘ ১৬ বছর কারাভোগের পর চুয়াডাঙ্গার দর্শনার দুই বিডিআর সদস্য তৌহিদ হোসেন ফকির ও শাকিল নিজ নিজ বাড়িতে ফিরেছেন।

দর্শনা থানার পারকষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের বড়বলদিয়া বাজারপাড়ার আব্দুস সালাম ফকিরের ছেলে তৌহিদ হোসেন ফকির এবং দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের সুবুলপুর গ্রামের শুকুর আলীর ছেলে শাকিল গত ২৩ জানুয়ারি জামিন পেলেও দুদিন পর ২৫ জানুয়ারি (শনিবার) বাড়ি ফেরেন।

২০০৬ সালে আর্থিক স্বচ্ছলতা ফেরাতে বিডিআরে যোগ দিয়েছিলেন

তৌহিদ। কিন্তু ২০০৯ সালের পিলখানা হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় তিনি ও শাকিল আসামি হয়ে চাকরিচ্যুত হন এবং কারাগারে পাঠানো হয়। তৌহিদ জানান, ঘটনার সময় তিনি ব্যারাকেই ছিলেন, তবুও তাকে আসামি করা হয়।

দীর্ঘ ১৬ বছর পর তৌহিদ ও শাকিল বাড়ি ফিরলে তাদের দেখতে ভিড় জমায় স্থানীয়রা। পরিবারের সদস্যরা আবেগাপ্লুত হয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন। তৌহিদের বাবা-মা বলেন, “আমাদের সন্তানকে ফিরে পেয়েছি, এটাই সবচেয়ে বড় পাওয়া। তবে তাদের সঙ্গে অন্যায় করা হয়েছে। আমরা মামলা প্রত্যাহার ও ক্ষতিপূরণের দাবি জানাই।”

তৌহিদের স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে গেছেন, আর শাকিল এখনো অবিবাহিত। তিনি বলেন, “ছুটিতে এসে বিয়ে করার কথা ছিল, কিন্তু ভাগ্য সহায় হয়নি।”

বিডিআর তৌহিদ বলেন, “পিলখানার ঘটনার সময় ব্যারাকে থাকলেও আমাকে আসামি করা হয় এবং চাকরি থেকে বহিষ্কার করা হয়। আমি চাকরি পুনর্বহাল, মামলা থেকে অব্যাহতি ও ১৬ বছরের পাওনা প্রদানের দাবি জানাই।”

তিনি আরও বলেন, “আমি বাংলাদেশ বিডিআরের হয়ে বক্সিংয়ে স্বর্ণপদক ও বাংলাদেশ অলিম্পিক গেমসে ব্রোঞ্জপদক অর্জন করেছি। তিন বছরের চাকরিজীবনে আমি ল্যান্স নায়েক পদে পদোন্নতি পেয়েছিলাম।”

বিডিআর শাকিল বলেন, “ছাত্র আন্দোলনের কারণে আমরা মুক্তি পেয়েছি, তাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ। পাশাপাশি সরকার যেন আমাদের চাকরি পুনর্বহাল করে এবং ন্যায়বিচার দেয়, সেটাই আমাদের প্রত্যাশা।”

দর্শনা বালিকা বিদ্যালয়ে তারুণ্যের পিঠা উৎসব

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তারুণ্যের উদ্যোগে পিঠা উৎসব উদযাপিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৩০ জানুয়ারি) স্কুল প্রাঙ্গণে আয়োজিত এ উৎসবে

শিক্ষার্থীসহ শত শত মানুষ অংশ নেয়।

সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত চলা এ উৎসবে ১৪টি স্টলে ৭০ ধরনের ঐতিহ্যবাহী পিঠা পরিবেশন করা হয়। উৎসব উপলক্ষে শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও অনুষ্ঠিত হয়।

উৎসবের সভাপতি ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এ.কে.এম হুমায়ুন কবীর। প্রধান অতিথি ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী ভূমি কমিশনার কে.এইচ. তাসফিকুর রহমান।

তিনি বলেন, এ ধরনের পিঠা উৎসব দেখে আমি সত্যিই মুগ্ধ। পিঠা উৎসব গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী একটি প্রথা। তাছাড়া শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। সকাল থেকেই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা দল বেঁধে স্কুল ক্যাম্পাসে এসে উৎসবে ভিড় জমায়।

উৎসবের আগে শিক্ষার্থীদের পরিচালনায় ও ছাত্রীদের পরিবেশনায় বিদ্যালয়ের উন্মুক্ত মঞ্চে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। নৃত্য ও সংগীতের মনোমুগ্ধকর পরিবেশনায় পুরো উৎসব প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। পরে ছাত্রীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

এছাড়াও এসময় বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক হাসমত আলী, আব্দুস সালাম, রফিকুল ইসলাম, মহবুবুর রহমান, আরিফুল ইসলাম, মাহমুদা খাতুন, সনচিতা রানী, সাথী রাণী, সুমিতা, শামসুন নাহার হীরা, শারমিন, নাছরীন আক্তারী, শামসুন নাহার তুলি, সাইদুর রহমান, খোরশেদ আলম, কামাল হোসেন, হাফিজুর রহমান, সাবিনা খাতুন, ইয়াছিন, জামাত আলী, রফিকুল ইসলাম, ফরিদা খাতুন, সাজ্জাদ হোসেন, ফয়সাল আহম্মদ ও নজরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।